● আজকের কাগজ ●

28 OCT 1991

174

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নিয়ে সংসদে বিতর্ক

দলগুলোর অঙ্গীকারে সন্ত্রাস বন্ধ হবে

—বি. চৌধুরী

এ জন্যে গণতন্ত্র আনিনি

—সামাদ আজাদ

কাগজ প্রতিবেদকঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসিত ঘটনা নিয়ে গতকাল রোববার সংসদে এক সংক্ষিপ্ত উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকালের সন্ত্রাসিত ঘটনায় কয়েকজনের মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে বিরোধীদলের সাংসদরা এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই বিতর্কের সমাপনী টেনে বলেছেন, 'শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধের দায়িত্ব সবাইকেই নিতে হবে। কয়েকটি দল দায়িত্ব নিয়ে সন্ত্রাস বন্ধে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেই সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।' অন্যদিকে সংসদে বিরোধীদলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেছেন, 'এখনো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চলবে এজন্যে আমরা গণতন্ত্র আনিনি। সরকার সন্ত্রাস বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, এভাবে দেশ চলতে পারে না।'

মাগরিবের নামাজের বিরতির পর জামাতের মতিউর রহমান নিজামী এই প্রসংগটি উথাপন করেন। তিনি বলেন, 'চারজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে আমরা সংসদের কাজ করতে পারি না।' তিনি এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন। একই দাবি উথাপন করেন আওয়ামী লীগের শেখ সেলিম। তিনি বলেন, 'ছাত্রদলের দুটি উপদলের দ্বন্দ্বের জন্যে এই সংঘাত হয়েছে, পুলিশ সেখানে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।' সুধাংশু শেখর হালদার বলেন, 'হাইকোর্টে পর্যন্ত গুলির খোসা এসে পড়েছে। আমি তা শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়েছি।' সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, 'আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে নমুনা দেখছি তাতে দেশে সরকার আছে বলে মনে হয় না।' তিনি বলেন, 'এভাবে সন্ত্রাস চলতে থাকলে জনগণের কাছে সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, 'সমস্ত দেশের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।' তিনি বলেন 'এখন তো স্বৈরাচার নেই এখন কেন সন্ত্রাস হচ্ছে।' সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, 'আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার দেশ চালাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।' সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, 'সন্ত্রাস বন্ধ করতে না পারলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে যাবে।' তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'শিক্ষাঙ্গনে যা চলছে তা কারো জন্যেই শুভ নয়। এভাবে দেশ চলতে পারে না।' তিনি বলেন, 'ছিনতাই-রাহাজানি এখন নিত্যদিনের সাথী। দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই অবনতি ঘটতে থাকলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এর উত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে অত্যন্ত 'দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করে বলেন, 'একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কর্মীদের ওপর এবং ডাকসু ভবনে হামলা করলে এই সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে।' তিনি বলেন, 'এটা শুধুমাত্র সরকারের জন্যে চ্যালেঞ্জ নয়, গোটা জাতির জন্যে চ্যালেঞ্জ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমাদের বন্ধ করতেই হবে।' তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন এইসব কাজেই ব্যস্ত আছেন, তিনি হাউসে এলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করবেন। বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসমূলক ঘটনা এই প্রথম নয়। একের পর এক এ ধরনের ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই।' তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই যদি সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে আজ পরিস্থিতি এ রকম হতো না।' তিনি বলেন, 'আমি যদ্দুর জানি ছাত্রদলের ছেলেরা এসে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর হামলা করেছে।' তিনি বলেন, 'দায়িত্ব এড়ালে চলবে না, গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'সন্ত্রাস সম্পর্কে কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন কার্যকারিতা নেই।'

সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, 'কয়েকটি দল দায়িত্ব নিয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেই সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।' তিনি বলেন, 'সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, এজন্যে সবার সহযোগিতা চাই।' আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ বলেন, 'একপক্ষের দোষ দিলে হবে না, উৎস খুঁজলে আমরা সমস্যার সমাধান বের করতে পারবো।'